বস্তায় আদা চাষ পদ্ধতি

বস্তার জন্য মাটি তৈরিঃ সিমেন্ট বা অন্য বস্তায় আদা চাষের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো একত্রে মিশ্রণ করে আদা রোপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে একত্রে পালা করে পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে যাতে বাতাস প্রবেশ না করে। প্রতি বস্তায় উল্লেখিত পরিমাণে মাটি, জৈবসার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

আদার ভাল ফলন পেতে হলে জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে প্রতি বস্তায় প্রথমে মাটি ১০-১২ কেজি, গোবর ৫ কেজি, ভার্মি কম্পোস্ট ২ কেজি, টিএসপি ২০ গ্রাম, এমওপি ৭.৫ গ্রাম, ছাই ১ কেজি, কার্টাপ ১০ গ্রাম, দস্তা বা জিংক ৫ গ্রাম এবং বোরন ৫ গ্রাম মিশিয়ে নিতে হবে।

মিশ্রণ তৈরীর সময় মাটি, গোবর, ভার্মি কম্পোস্ট, ছাই, টিএসপি, কার্টাপ, জিংক, বোরন সব একত্রে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক এমওপি মিশ্রণ তৈরীর সময় দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, অর্ধেক ডিএপি আদা রোপনের ৫০ দিন পর এবং বাকী অর্ধেক ইউরিয়া এমওপি সমানভাবে দুই কিস্তিতে রোপনের যথাক্রমে ৮০ দিন ও ১১০ দিন পর বস্তায় প্রয়োগ করতে হবে। অর্ধেক ডিএপি সার আদা রোপণের ৬৫ দিন পর বাকী অর্ধেক ডিএপি সার আদা রোপনের ১৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্য সূত্রঃ মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়া।

আদা রোপনের সময়ঃ এপ্রিল-মে (চৈত্র বৈশাখ) মাসে আদা লাগাতে হবে। তবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ আদা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

বস্তায় মিশ্রন ভরাট করাঃ বস্তায় আদা লাগানোর পূর্বে প্রতি বস্তায় পূর্বে তৈরীকৃত মিশ্রন এমনভাবে ভরাতে হবে যাতে বস্তার উপরের দিকে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা থাকে।

বস্তা সাজানো/ স্থাপন পদ্ধতিঃ ৩ মিটার চওড়া ও প্রস্থ সুবিধামত নিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের মাঝখানে ৬০ সেমিঃ ড্রেন রাখতে হবে। ড্রেনের মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে উচু করে নিতে হবে যাতে বেডে বৃষ্টির পানি জমাট বেধে না থাকে। এর পর প্রতি বেডে ২ টি সারি এমন ভাবে করতে হবে যেন এক সারি থেকে অন্য সারির মাঝে ১ মিটার দুরত্ব বজায় থাকে। প্রতি সারিতে ৬-৮ ইঞ্চি পর পর পাশাপাশি ২টি বস্তা স্থাপন করতে হবে।

বীজের আকার ও রোপন পদ্ধতিঃ প্রতি বস্তায় ৪০-৫০ গ্রামের একটি বীজ মাটির ভিতরে ৪-৫ইঞ্চি গভীরে লাগতে হবে। বীজ লাগানোর পর মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজ শোধনঃ বস্তায় আদা রোপনের পুর্বে ২ গ্রাম অটোস্টিন/ প্রোভেক্স ২ প্রতি লিটার পনিতে মিশিয়ে এক কেজি আদা বীজ এক ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে উঠিয়ে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে বস্তায় রোপন করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যাঃ বস্তায় আদা চাষ করলে আগাছা তেমন হয় না। যদি আগাছা প্রথমে দেখা যায় তবে নিড়ানী দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সার প্রয়োগের সময় মাটি আলগা করে গাছের গোড়া থেকে দুরে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহঃ সাধারণত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বস্তা থেকে আদা উঠানো হয়। আদা পরিপক্কতা লাভ করলে গাছের পাতা ক্রমশ হলুদে হয়ে কান্ড শুকাতে শুরু করে। এ সময় আদা তুলে মাটি ঝেড়ে ও শিকড় পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা হয়।

ফলনঃ সাধারণত প্রতি বস্তায় জাত ভেদে ১-৩ কেজি পর্যন্ত আদার ফলন পাওয়া যায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারে ফোন করে পরামর্শ নিন। আরোও তথ্যের জন্য www.ais.gov.bd , www.dae.gov.bd, www.brri.gov.bd সহ অন্যান্য কৃষি বিভাগের ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহী
www.ais.rajshahi.gov.bd